কাস্টমস এন্ড ভ্যাট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত
নিবন্ধন নং- ০০০৩১

নথি নং-৫কাস(০১)/কাস্টমস এন্ড ভ্যাট কো-অপারেটিব সোসাইটি/২০১৮/২৬, তারিখঃ ১৭/০৮/২০২০ খ্রিঃ

সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ জনাব খন্দকার মুহাম্মদ আমিনুর রহমান, সদস্য (শুল্ক নিরীক্ষা, আধুনিকায়ন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য)।
সভার স্থানঃ বিসিএস (কাস্টমস এন্ড ভ্যাট) এসোসিয়েশন সম্মেলন কক্ষ, রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
সভার তারিখঃ ২৩-০৭-২০২০।
সভার সময়ঃ বিকাল ৫.০৫ ঘটিকা।
উপস্থিতিঃ পরিশিষ্ট 'ক'।

আলোচ্যসূচীঃ

১. কো-অপারেটিভ সোসাইটির সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
২. সদস্যদের এককালীন ও মাসিক চাঁদার হার নির্ধারণ;
৩. উপকমিটি সমূহের প্রতিবেদন/ কার্যক্রমের পর্যালোচনা;
৪. সিভিসিএসের জমাকৃত অর্থের বিনিয়োগ;
৫. সিভিসিএস অফিস ভাড়া নেওয়া ও স্টাফ নিয়োগ;
৬. পূর্ববর্তী সভাসমূহের গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৭. সিভিসিএসের কার্যাক্রম পরিচালনা ব্যয় অনুমোদন;
৮. বিবিধ।

কাস্টমস এন্ড ভ্যাট কো-অপারেটিভ সোসাইটির নির্ধারিত সভা সোসাইটির সভাপতি জনাব খন্দকার মুহাম্মদ আমিনুর রহমান, সদস্য (শুল্ক নিরীক্ষা, আধুনিকায়ন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

আলোচ্যসূচী ১ঃ কো-অপারেটিভ সোসাইটির সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা।

সভাপতির অনুমতিক্রমে সিভিসিএস এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি, চট্টগ্রাম আলোচ্যসূচী অনুযায়ী প্রথমেই কো-অপারেটিভ সোসাইটির সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে বলেন এ পর্যন্ত ২৫০০ জন এর উপরে সদস্য হয়েছেন এবং সদস্যগন নির্ধারিত মাসিক চাঁদা পরিশোধ করছেন। তবে বিভিন্ন দপ্তর থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমান কর্মকর্তা-কর্মচারী এখনও সদস্য হননি এবং সদস্যদের অনেকেই নিয়মিত মাসিক চাঁদাও পরিশোধ করছেননা। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন দপ্তরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনেকে এককালীন সদস্য ফি বাবদ ৫০০০.০০ টাকা জমা দিয়েছেন কিন্তু সদস্য ফরম পুরন না করায় এবং ইতোমধ্যে এদের অনেকেই বদলী হওয়ার পাশাপাশি সংশ্লিষ্টদের তথ্যাদি সংরক্ষন না করায় কয়েকটি দপ্তরের সদস্যদের তথ্যাদি হালনাগাদে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। এসকল দপ্তর সমুহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ১) চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস ২) চট্টগ্রাম ভ্যাট কমিশনারেট ও ৩) ঢাকা দক্ষিণ ভ্যাট কমিশনারেট । উম্মুক্ত আলোচনায় উপস্থিত সবাই তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসসহ যে সকল দপ্তরে এরুপ জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে সেসকল দপ্তর প্রধানগন কর্তৃক একসাথে জমাকৃত টাকার বিপরীতে সদস্য ফরম ও পূর্ণাঙ্গ নামের তালিকা দ্রুততম সময়ে সংগ্রহ করে সিভিসিএস অফিসে প্রেরণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাছাড়া সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি সদস্য ফি ও মাসিক চাঁদা সংগ্রহের প্রক্রিয়া সফটওয়্যার কাস্টমাইজ করে কিভাবে আরও সহজীকরণ করা যায় সে বিষয়েও গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ সিভিসিএস এর ১৫/০১/২০২০ ইং তারিখের সভার কার্যবিবরণীতে মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের সদস্যপদ বৃদ্ধি ও সিভিসিএস এর কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দেওয়ার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সেই নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সকল দপ্তর প্রধানগণকে পুনরায় অনুরোধ করা হল। অধিকন্তু দপ্তর সমূহের হালনাগাদ সদস্য পদের ও সদস্যদের মাসিক জমাকৃত চাঁদার আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত তথ্য, এপর্যন্ত অনুষ্ঠিত সিভিসিএসের সভার কার্যবিবরণী এবং ইস্যুকৃত পত্রসমূহের কপিসহ এ সংক্রান্ত একটি স্বতন্ত্র নথি সিভিসিএস হতে প্রতি দপ্তরে প্রেরন করা হবে।

আলোচ্যসূচী ২ঃ এককালীন সদস্য ফি ও মাসিক চাঁদা পুনঃ নির্ধারণ।

উপস্থিত অনেক সদস্য সভাপতি মহোদয়কে অবহিত করেন যে, সিভিসিএসের এককালীন সদস্য ফি ও মাসিক চাঁদা বেশী হওয়ায় সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে বেগ পেতে হচ্ছে, তাই এককালীন সদস্য ফি ও মাসিক চাঁদা যথাক্রমে ৫০০০ টাকা ও ৫০০ টাকা কমিয়ে পুনঃ নির্ধারণ করা উচিৎ।

সিদ্ধান্তঃ শতভাগ সদস্য নিশ্চিত করতে সর্বসম্মতিক্রমে সদস্য ফি কমিয়ে এককালীন ৫০০০ টাকার স্থলে ২০০০ টাকা ও মাসিক চাঁদা ৫০০ টাকার স্থলে ৩০০ টাকা হারে পুণঃনির্ধারণ করা হয়। ইতোমধ্যে এককালীন সদস্য ফি বাবদ ৫০০০ টাকা ও মাসিক চাঁদা বাবদ ৫০০ টাকা হারে জমা প্রদানকৃত টাকা মাসিক চাঁদার সাথে সমন্বয় করা হবে।

আলোচ্যসূচী ৩ঃ উপকমিটি সমূহের কার্যক্রম পর্যালোচনা

ইতোপূর্বে গঠিত উপকমিটি সমূহের মধ্যে করোনা কালীন সময়ে জনকল্যান উপকমিটি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম অত্যন্ত প্রশংসীত হয়েছে। এই কমিটির আহ্বায়ক ও কমিশনার জনাব এস এম হুমায়ূন কবিরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতাল, শমরিতা হাসপাতাল, আদ-দ্বীন হাসপাতাল, লাজ ফার্মা ও স্বপ্ন সুপার শপের সাথে সিভিসিএস এর সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যেমন গ্রামীন ফোন ও বাটার সাথে চুক্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী কর্মকর্তাদের সন্তানদের পড়াশোনা চালিয়ে নিতে এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মেধাবী সন্তানদের জন্য সিভিসিএস থেকে শিক্ষা বৃত্তি চালু করার বিষয়ে আলোচনা হয়। চিকিৎসার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে একটি ক্লিনিক/ হাসপাতালে ফ্রী অ্যাম্বুলেন্স সেবার ব্যবস্থার বিষয়েও আলোচনা করা হয়।
গঠনতন্ত্র উপকমিটির কার্যকমের অগ্রগতি বিষয়ে কমিটির আহ্বায়ক ও কমিশনার জনাব সৈয়দ মুশফিকুর রহমান জানান সমবায়ের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সিভিসিএস এর গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কাজ অনেকদূর এগিয়েছে, আশা করা যায় খুব অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ণাঙ্গরুপে কার্যনির্বাহী কমিটিতে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে।
বিনিয়োগ উপ কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্য কাস্টমস এন্ড ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল জনাব ড. মোঃ সহিদুল ইসলাম এই উপকমিটির কার্যক্রম বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন সিভিসিএসের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ট্রেড লাইসেন্সসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য লাইসেন্স ও কাগজপত্র তৈরী করতে হবে। সিভিসিএসের বানিজ্যিক নাম ঠিক করতে হবে, মূলধনের সুরক্ষা নিশ্চিত করে বিনিয়োগ করতে হবে, প্রয়োজনে বিপণণ ও আমদানী-রপ্তানী কার্যাক্রম পরিচালনা করতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ এই তিন উপকমিটির আহবায়কগণ আগামী এক মাসের মধ্যে স্ব স্ব উপ-কমিটির সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব, কার্যাবলী ও সুপারিশসমূহ লিখিত ভাবে সভাপতির নিকট দাখিল করবেন।

আলোচ্যসূচী ৪ঃ সিভিসিএসের জমাকৃত অর্থের বিনিয়োগ।

সিভিসিএস এর সাধারণ সম্পাদক সভাকে জানান যে, ইতোমধ্যে ব্যাংক একাউন্টে জমাকৃত অর্থের পরিমান প্রায় চার কোটি বিশ লক্ষ টাকা। সভাপতি মহোদয় এ টাকা ব্যাংক একাউন্টে স্থির না রেখে বিনিয়োগের আহবান জানান। এ প্রেক্ষিতে COHS এর পক্ষ থেকে কমিশনার জনাব কাজী মোস্তাফিজুর রহমান যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক ঋণ হিসেবে নেয়ার প্রস্তাব করেন। কিন্তু COHS এ সিভিসিএসের টাকা বিনিয়োগ দীর্ঘ প্রক্রিয়ার বিষয় হওয়ায় তার পরিবর্তে স্বল্প মেয়াদী অধিক মূনাফা সম্বলিত বন্ড, ফিক্সড ডিপোজিট, সঞ্চয়পত্রসহ সমজাতীয় খাতে বিনিয়োগের বিষয়ে অধিকাংশ সদস্য অভিমত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্তঃ স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী সর্বোচ্চ মুনাফার লাভজনক কোন খাতে বিনিয়োগ করা যায় সে বিষয়ে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে প্রস্তাব পেশ করার জন্য কমিশনার ড. সহিদুল ইসলাম ও কমিশনার জনাব সৈয়দ মুসফিকুর রহমানকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

আলোচ্যসূচী ৫ঃ সিভিসিএসের অফিস ভাড়া ও স্টাফ নিয়োগ।

সিভিসিএস এর জন্য অফিস ভাড়ার বিষয়ে আলোচনায় কয়েকটি অফিস স্পেসের তথ্য উপস্থাপন করা হলে সেগুলো যাচাই বাচাই করে সবচেয়ে ভালো অফিস স্পেসটি নির্ধারণের বিষয়ে আলোচনা হয়। জানুয়ারি ২০১৯ থেকে সিভিসিএস এর সাচিবিক দায়িত্ব পালনকারীকে মাসিক ২৫,০০০/= টাকা বেতনে নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়। প্রয়োজনে আরও ১ জন সাপোর্টিং স্টাফ নিয়োগের বিষয়টিও আলোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ আগামী ১৫ দিনের মধ্যে অফিস ভাড়ার বিষয়টি নিস্পত্তি করার জন্য রাজস্ব কর্মকর্তা জনাব মাজহারুল ইসলাম ও সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা জনাব মজিবুর রহমানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। সিভিসিএস এর স্টাফ হিসেবে জনাব মোঃ আমজাদ হোসেনকে মাসিক ২০,০০০/= টাকা বেতনে নিয়োগপত্র দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

আলোচ্যসূচী ৬ঃ পূর্ববর্তী সভাসমূহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

ইতোপূর্বে সিভিসিএসের সভায় গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে অনেক অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। এককালীন বা মাসিক চাঁদা সংগ্রহের প্রক্রিয়া সহজীকরণ করতে সিভিসিএস এর নামে বিকাশ, রকেট, নগদসহ অন্যান্য পেমেন্ট গেটওয়ের কর্পোরেট নাম্বার নেয়া এবং উক্ত মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্টের সাথে কিভাবে সিভিসিএস এর মূল একাউন্ট সংযুক্ত করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি সিভিসিএস এর একটি মোবাইল এ্যাপস তৈরির বিষয়েও আলোচনা করা হয়। বর্তমানে সদস্যদের চাঁদা ব্যতীত অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ সংগ্রহের কার্যক্রম সহজীকরণের জন্য পদ্ধতি উদ্ভাবনের বিষয়টি আলোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ বিকাশ, রকেট, নগদ ইত্যাদি কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে সিভিসিএসের চাঁদা ম্যেনুয়ালী ব্যাংকে পরিশোধের পাশাপাশি পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং Android ও IOS উপযোগী মোবাইল এ্যাপস তৈরীর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একইসাথে বাংলাদেশ সিএন্ডএফ এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দের সাথে সভা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আলোচ্যসূচী ৭ঃ সিভিসিএসের কার্যাক্রম পরিচালনা ব্যয় অনুমোদন।

সিভিসিএসের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এক অথবা তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি নিরীক্ষা কমিটি গঠন করার আবশ্যকতা রয়েছে। যে কমিটি তিন বছরের জন্য গঠিত হবে। এমত পরিস্থিতিতে সিভিসিএসের প্রাত্যহিক ব্যয় নির্বাহের জন্য ক্যাশ রেজিস্ট্রার ও ব্যয় রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ করে হিসাব সংরক্ষণ করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সিভিসিএসের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ব্যয়িত অর্থের একটি ব্যয় বিবরনী অনুমোদনের জন্য পেশ করা হলে উপস্থিত সদস্যগণ ব্যয় বিবরনিটি নিরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ সিভিসিএস উপ-আইণের অনুচ্ছেদ ৩৩ (ক) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমম্বয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটি গঠন করা হলঃ

নাম ও পদবী	কমিটিতে অবস্থান
জনাব কাজী মোস্তাফিজুর রহমান, কমিশনার ও প্রকল্প পরিচালক, ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প, ঢাকা	আহবায়ক
জনাব মুহাম্মদ মাহফুজ আলম, সহকারী কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর)	সদস্য
জনাব মোঃ এনামূল হক, রাজস্ব কর্মকর্তা, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর)	সদস্য

কমিটি সিভিসিএসের উপ-আইণের ৩৩ (খ) অনুযায়ী নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করবেন। ব্যয় বিবরনীটি নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।

আলোচ্যসূচী ৮ঃ বিবিধ।

কাস্টমস এন্ড ভ্যাট বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পাশাপাশি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে কর্মরত মিনিস্ট্রিয়াল স্টাফ ও আইটি কর্মকর্তাদের সদস্য করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী কমিটিতে শুধু কর্মরত কর্মকর্তারা থাকবেন আর অবসরপ্রাপ্তদেরকে প্রয়োজনে সহযোগী সদস্য হিসেবে হলেও সিভিসিএস এ রাখার ব্যবস্থা করা যায় কি না সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মরত মিনিস্ট্রিয়াল ও আইটি কর্মকর্তাদের সিভিসিএসের সদস্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কাস্টমস ও ভ্যাট বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সদস্য করার বিষয়টি সমবায়ের গঠনতন্ত্র মেনে পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্ত গৃহিত হবে। এছাড়া করোনা কালীন সময়ে নির্বাহী কমিটির মাসিক সভা ও যে কোন জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রয়োজনবোধে জুম এ্যাপস ব্যবহার করে অনলাইন সভার মাধ্যমেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি আলোচনান্তে গৃহীত হয়।

পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সভায় উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

29.08.2020

খন্দকার মুহাম্মদ আমিনুর রহমান
সদস্য(শুল্ক নিরীক্ষা, আধুনিকায়ন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য)
ও
সভাপতি
কাস্টমস এন্ড ভ্যাট কো-অপারেটিভ সোসাইটি

প্রাপকঃ অনুলিপি প্রয়োজনীয় কাযার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১. সদস্য (শুল্ক ও মূসক প্রশাসন/ শুল্ক নীতি/ মূসক নীতি/ শুল্ক রপ্তানী, বন্ড ও আইটি/ শুল্ক নিরীক্ষা, আধুনিকায়ন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য/ মূসক-বাস্তবায়ন ও আইটি/ মূসক নিরীক্ষা ও গোয়েন্দা), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
২. প্রেসিডেন্ট, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।
৩. কমিশনার, কাস্টম হাউস, ঢাকা/ আইসিডি/ চট্টগ্রাম/ বেনাপোল/ মোংলা/ পানগাঁও।
৪. কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর)/ ঢাকা (দক্ষিণ)/ ঢাকা (পূর্ব)/ ঢাকা (পশ্চিম)/ চট্টগ্রাম/ কুমিল্লা/ খুলনা/ রাজশাহী/ সিলেট / রংপুর/ যশোর/ বৃহৎ করদাতা ইউনিট-মূসক, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক, শুল্ক, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর/ কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমী চট্টগ্রাম/ শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর/নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর (মূসক), ঢাকা।
৬. কমিশনার, শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট, ঢাকা।
৭. কমিশনার (আপীল), কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট, ঢাকা-১ও ২/ চট্টগ্রাম/ খুলনা।
৮. কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা/চট্টগ্রাম।
৯. প্রকল্প পরিচালক, বন্ড অটোমেশন প্রকল্প/ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প/এন.এস.ডব্লিউ, ঢাকা।
১০. ড. মোঃ সহিদুল ইসলাম, কমিশনার ও আহবায়ক, তহবিল ব্যবস্থাপনা ও বিনোয়োগ উপ-কমিটি।
১১. এস এম হুমায়ুন কবীর, কমিশনার ও আহবায়ক, জনকল্যাণ বিষয়ক উপ-কমিটি।
১২. জনাব কাজী মোস্তাফিজুর রহমান, কমিশনার ও সহ-সভাপতি, কাস্টমস এন্ড ভ্যাট কো-অপারেটিভ সোসাইটি।
১৩. জনাব সৈয়দ মুসফিকুর রহমান, কমিশনার ও আহবায়ক, গঠনতন্ত্র প্রণয়ন উপ-কমিটি।
১৪. জনাব মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও সাধারন সম্পাদক, কাস্টমস এন্ড ভ্যাট কো-অপারেটিভ সোসাইটি।
১৫. জনাব মোঃ তাসনিমুর রহমান, অতিরিক্ত কমিশনার ও যুগ্ম সম্পাদক, কাস্টমস এন্ড ভ্যাট কো-অপারেটিভ সোসাইটি।
১৬. জনাব মোঃ ফজলুল হক, অতিরিক্ত কমিশনার ও নির্বাহী কমিটির সদস্য, কাস্টমস এন্ড ভ্যাট কো-অপারেটিভ সোসাইটি।
১৭. জনাব জাকির হোসেন চৌধুরী, সহকারী কমিশনার ও কোষাধ্যক্ষ, কাস্টমস এন্ড ভ্যাট কো-অপারেটিভ সোসাইটি।
১৮. জনাব খন্দকার লুৎফল আজম, রাজস্ব কর্মকর্তা ও নির্বাহী কমিটির সদস্য, কাস্টমস এন্ড ভ্যাট কো-অপারেটিভ সোসাইটি।
১৯. জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম, রাজস্ব কর্মকর্তা ও নির্বাহী কমিটির সদস্য, কাস্টমস এন্ড ভ্যাট কো-অপারেটিভ সোসাইটি।
২০. জনাব মোঃ মজিবুর রহমান, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ও নির্বাহী কমিটির সদস্য, কাস্টমস এন্ড ভ্যাট কো-অপারেটিভ সোসাইটি।
২১. জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম, প্রধান সহকারী ও নির্বাহী কমিটির সদস্য, কাস্টমস এন্ড ভ্যাট কো-অপারেটিভ সোসাইটি।
২২. জনাব মোঃ রাশেদুল হাসান, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ও নির্বাহী কমিটির সদস্য, কাস্টমস এন্ড ভ্যাট কো-অপারেটিভ সোসাইটি।
২৩. মোঃ ফজলুল হক, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ কাস্টমস, এক্সাইজ এন্ড ভ্যাট আন্তঃ কমিশনারেট গাড়ী চালক সমিতি, ঢাকা।

29.08.2020

খন্দকার মুহাম্মদ আমিনুর রহমান
সদস্য (শুল্ক নিরীক্ষা, আধুনিকায়ন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য)
ও
সভাপতি
কাস্টমস এন্ড ভ্যাট কো-অপারেটিভ সোসাইটি

তারিখঃ ২৩-০৭-২০২০ ইং

কাস্টমস এন্ড ভ্যাট কো-অপারেটিভ সোসাইটি (সিভিসিএস) এর সভায় উপস্থিতির তালিকাঃ

ক্রঃ	নাম	পদবী ও দপ্তর/সংস্থা	মোবাইল	স্বাক্ষর
১.	DR. MD. SHAHIDUL ISLAM	Member (Tech)	01955555555	[signature]
২.	SM. HUMAYUN KABIR.	DHAKA SOUTH.		[signature]
৩.	Kazi Mostafizur Rahman	VOP	01971-953396	[signature]
৪.	SYED MUSHFEQUR RAHMAN	COMMISSIONER DHAKA (WEST) VAT		[signature]
৫.				
৬.	খালেদ মোহাম্মাদ আবু হোসেন	অতিরিক্ত কমিশনার কাস্টমস এন্ড কমিশনারেট, ঢাকা	০১৭ ১১২৪৭ ৪৪৯	[signature]
৭. ✓	মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান	অতিরিক্ত মহাপরিচালক	০১৭১১১১৭৮০৮	[signature]
৮. ✓				
৯.	খন্দকার [illegible] আরিফ	রাজস্ব কর্মকর্তা কাস্টমস [illegible] কমিশনারেট, ঢাকা,	01775-578009	[signature]

১০.	মো. মাহবুবুল ইসলাম	রাজস্ব কর্মকর্তা ঢাকা (পূর্ব)	01712-231926	[signature] 23.07.2020
১১.	মোঃ মতিউর রহমান	সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ঢাকা (পূর্ব)	01616-998877	[signature] 23.07.2020
১২.	মোঃ রাশেদুল হাসান	সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ঢাকা (পশ্চিম) ঢাকা	01675549034	[signature] 23-07-2020
১৩.	মোঃ মোজাহারুল ইসলাম	প্রধান সহকারী কমিশনার (প্রশাসন) ঢাকা (পশ্চিম), ঢাকা	01788-909875	[signature]
১৪.	জাকির হোসেন চৌধুরী	সহঃ কমিশনার ঢাকা (দক্ষিণ)	01711827477	[signature]
১৫.				
১৬.				
১৭.				
১৮.				
১৯.				